রচনা ও পরিচালনা
নির্মল সর্বজ্ঞ

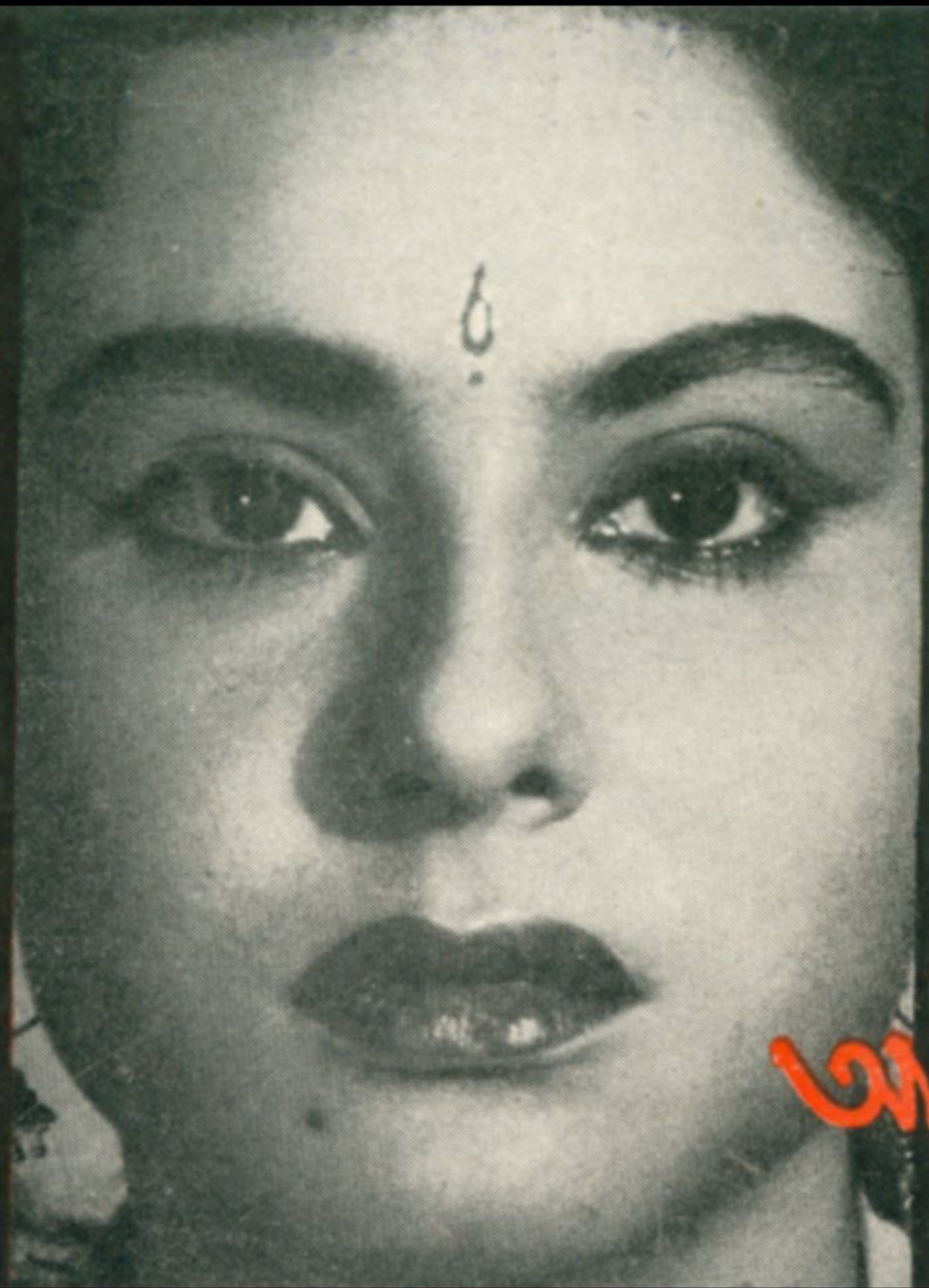

'চলচ্চিত্রালয়' এর

আজ কাল পরশু

চলচ্চিত্রালয়-এর

প্রথম নিবেদন

আজ কাল পরশু

প্রযোজনা - রচনা - পরিচালনা—নির্মল সর্বজ্ঞ

আলোক চিত্র গ্রহণ : অজয় মিত্র ও ননী দাস

সম্পাদনা : ... শিবসাধন ভট্টাচার্য্য

শিল্প নির্দেশ : ... গৌর পোদ্দার

রূপসজ্জা : ... দুর্গা চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : ... মদন দাস, সন্দীপ পাল, বেণু দাশগুপ্ত

প্রচার : ... ধীরেন মল্লিক

প্রধান-সংগঠক : সুধীর কুমার গাঙ্গুলী

সঙ্গীত : অপরেশ লাহিড়ী

আবাহ সঙ্গীত : শৈলেশ রায়

: নেপথ্য সঙ্গীত :

বাঁশরী লাহিড়ী ● লীনা ঘটক

সংগঠন : ... অজিত চক্রবর্ত্তী

কর্ম্মসচিব : ... ঝণ্টু মালাকার

গীত রচনা : ... শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

যন্ত্র সঙ্গীত : ... সুর-ও-শ্রী অর্কেষ্ট্রা

স্থিরচিত্র : ... ফটোফ্ল্যাশ

পরিচয় লিখন : ... দিগেন ষ্টুডিও

শব্দ গ্রহণ : ... জে. ডি. ইরাণী

—সহকারিবৃন্দ—

পরিচালনা : শুভেন সরকার ও অমলেশ সিকদার

সঙ্গীত : ... দীপক চক্রবর্ত্তী

আলোকচিত্র : ... আশু দত্ত, কৃষ্ণ ধর

সম্পাদনা : ... অমলেশ শিকদার

শব্দ-গ্রহণ : ... সিদ্ধি নাগ

রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জ্জি, পরেশ দাস, পাঁচু মণ্ডল

ব্যবস্থাপনা : পুলীন চক্রবর্ত্তী ও পরেশ বসাক

সাজসজ্জা : ... কার্ত্তিক সাহা

আলোক সম্পাত : হেমন্ত দাস, শান্তি সরকার, দেবেন দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, সুখরঞ্জন দত্ত, ও মঙ্রু

ব্যুমম্যান : ... গুণ্ডিচা

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ডাঃ হৈমি প্রসাদ বসু এম. বি বি এস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, এয়ার কণ্ডিশনিং করপোরেশন (প্রাঃ) লিঃ, কোকো-কোলা।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর. সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসের রসায়নাগারে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক—**কমলা চিত্র পরিবেশক, কলিকাতা-১৩**

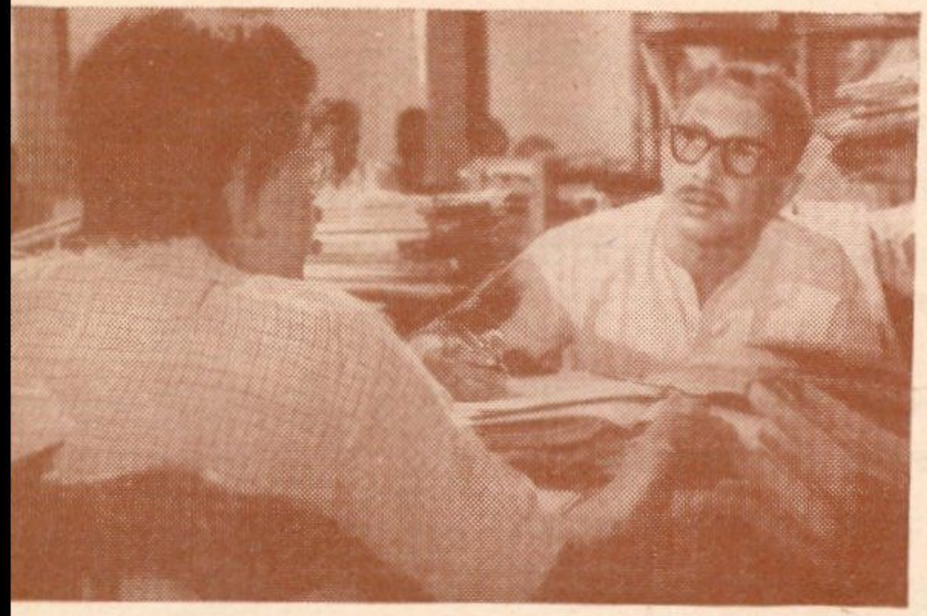

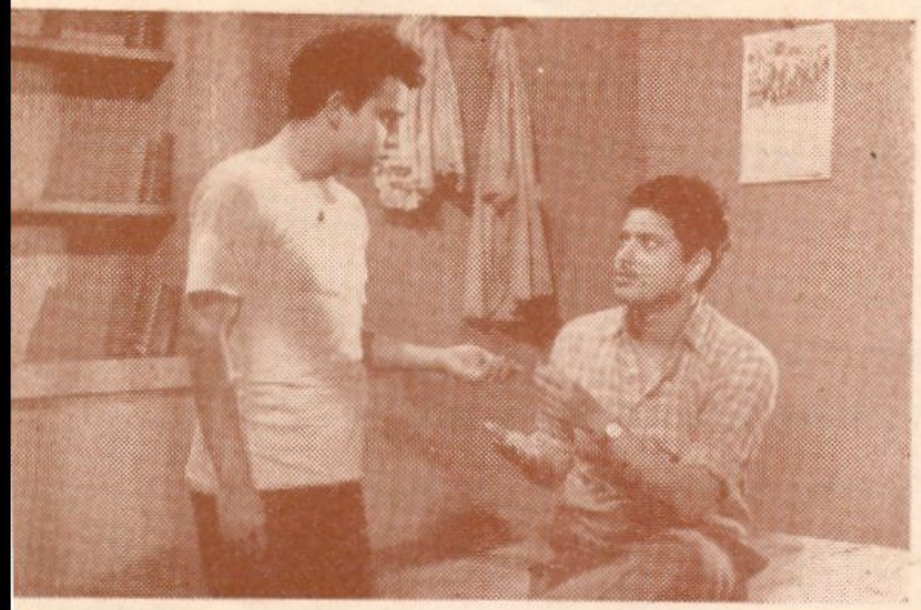

গল্পাংশ

কলিকাতা মহানগরী স্নায়ুকেন্দ্র ডালহৌসি স্কোয়ার। জি. পি. ও.-র ঘড়িতে বাজে দশটা। ত্রস্ত পদে এগিয়ে চলেছে, কেরাণী, পিওন, চাপরাশী ও বেয়ারার দল। আতঙ্কিত মন নিয়ে ভীড়ের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছেন হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোনও এক মার্চ্চেণ্ট অফিসের প্রবীণ কেরাণী। মনে তার আশঙ্কা,— আজও বোধ হয় দেরী হ'য়ে গেল! আশঙ্কা সত্যে পরিণত হোল—অফিসে পৌঁছুতে সত্যিই দশ মিনিট দেরী হয়ে গেছে। অফিসারের মৌখিক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। কাজে বসেন হরিমোহনবাবু। মনে তাঁর একটা সান্ত্বনাও আছে—এবার হয়ত তিনি একটা প্রমোশন পাবেন! তাঁর সহকর্ম্মী যুবক কেরাণী শেখর কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর এই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চায়—যুক্তি দিয়ে। হরিমোহনবাবু মনকে প্রবোধ দেন—না দিয়েই বা উপায় কি? স্ত্রী ও পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বিরাট সংসার। ধারে দেনায় দিন দিন ডুবে যেতে বসেছেন। আয় বাড়াতে না পারলে যে আর সামাল দেওয়া যাচ্ছে না!

*　　*　　*

বড় ছেলে তরুণ, মনে রঙীন আশা নিয়ে এক বছর আগে বি. এ. পাশ ক'রে বেরিয়েছে। তার কল্পনা—বাপ, মা, ভাই-বোনদের নিয়ে ছোট একটি সুখের সংসার—; যে সংসারে তার পাশে থাকবে অসীমা। তার কলেজ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী! অসীমাও তাকে চায়, তবে বাধা কোথায়? আছে। একটি স্থায়ী চাকুরী। দেড়শ টাকা মাইনের একটি চাকুরী। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও আজ পর্য্যন্ত সে তা যোগাড় ক'রতে পারে নি। মনে তার আক্রোশ একান্তভাবে তার নিজের ওপর।

গরীবের সংসারে বিবাহোপযুক্তা মেয়ে যে অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকে—রেণু, হরিমোহনবাবুর বড় মেয়েও তা থেকে মুক্ত নয়। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সত্ত্বেও মনের গহন কোনে রয়েছে তার একটি সুখের স্বপ্ন,—দাদার বন্ধু বিজয়কে নিয়ে। দাদাও জানে বোনের মনের কথা! রেণুর মন কল্পনায় মেতে ওঠে। সে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় আপন মনে গেয়ে ওঠে ঃ—

এই ঘুম ঢুল ঢুল ফাগুন হাওয়ায়
লজ্জা নয়ন ভোলে,—
আর মন রাঙানো ঘুম ভাঙ্গানো
ছন্দ দোলায় দোলে
এই ঘুম ঢুল ঢুল ফাগুন হাওয়ায়—।
এই ছায়ায় আঁধার নামে—
পান্থ কত দূর—
কাজল কাজল চোখে আমার স্বপ্ন সুমধুর
আর দোল দোল দোল—দোলে এমন—
জানি কে ঢেউ তোলে—
আর মন রাঙানো ঘুম ভাঙ্গানো
ছন্দ দোলায় দোলে—
এই ঘুম ঢুল ঢুল ফাগুন হাওয়ায়— ॥
স্বপ্ন বুঝি সত্যি হবে রাতের প্রহর শেষে
ফুটবে আলো টুটবে কালো উঠব আবার হেসে

আজ মন ব'লেছে মনের কথা খুসীতে গান গায়
আর চুপ চুপ চুপ পরশে কার হৃদয় দুয়ার খোলে
আর মন রাঙানো ঘুম ভঙ্গানো
ছন্দ দোলায় দোলে ॥

তরুণ যেদিন জানতে পারল—অসীমা কলেজ ছেড়ে দিয়ে চাকুরী ক'রছে—সেদিন তার নিজের জীবনের ব্যর্থতা আরো বড় হ'য়ে দেখা দিল। নিজেকে অক্ষম, অত্যন্ত দীন মনে হোল তার। তাই নিজের জীবনের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিল সে বোন রেণুকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা ক'রে বন্ধু বিজয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে—সমস্ত সংস্কার সামাজিক নিয়ম-কানুন না মেনে ॥

* * *

অবস্থা চরমে পৌঁছুল—যখন একদিন, একটানা পঁচিশ বছর চাকুরী করার পর হরিমোহনবাবুর বিনা নোটিশে চাকুরীটি গেল! এক কানাকড়ি আয়হীন সংসারের অবস্থা কি হ'তে পারে—তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া—এই আশাহীন হতাশাই কি জীবনের চরম সত্য?

তরুণ আহার নিদ্রা ভুলে ছুটে বেড়ায় একটা চাকুরীর চেষ্টায়! মহানগরীর প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির কাছে তার একটি মাত্র প্রশ্ন—"পারে না কি তারা তাকে সামান্য একটা চাকুরী দিয়ে আশ্রয় দিতে?" প্রাসাদপুরী বিদ্রূপ ক'রে ওঠে! সারাদিনের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মন নিয়ে তরুণ যায় অসীমার কাছে সান্ত্বনা পেতে। অসীমার মনেও একই প্রশ্ন—

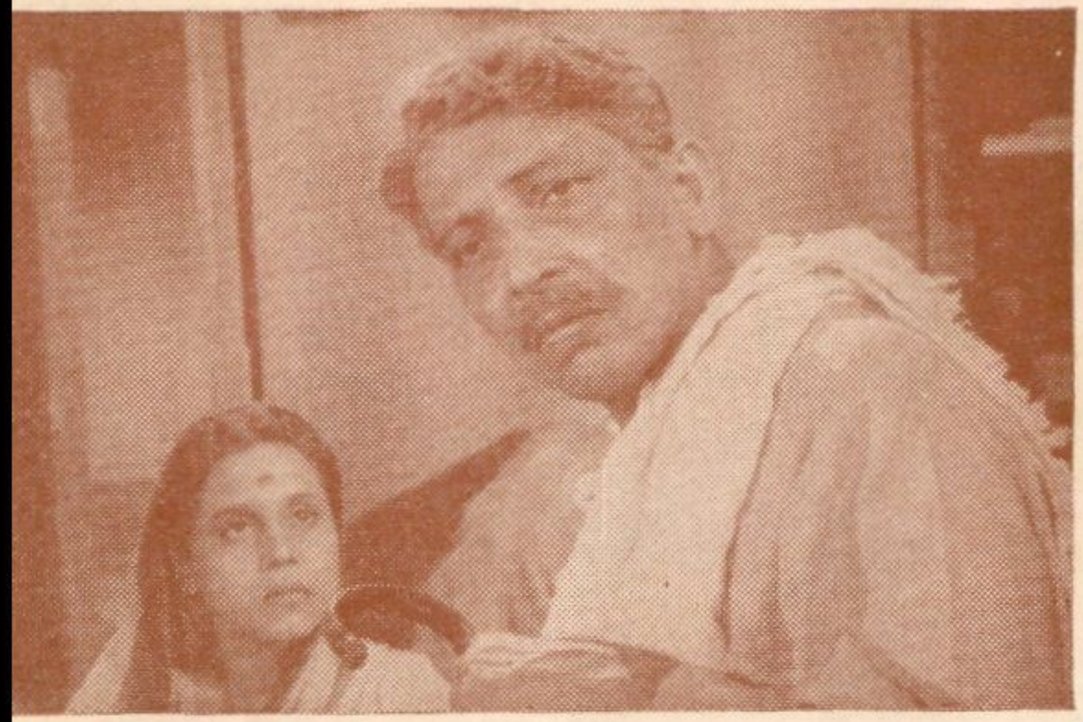

কেন আঁধার –
হায় এত আঁধার·—
আকাশ আমার শুধুই আঁধার
ও আকাশে আঁধার ভাঙ্গা—
সূর্য্য উঠল না।
কেন আঁধার—

এই যে বাতাস বাজায় বাঁশি
মনের মেলায় ছড়ায় হাসি—
ও হাসিতে ভালোবাসার—
ফুল যে ফুটলো না—
সূর্য্য উঠলো না—
কেন আঁধার—

একটি কুসুম হারিয়ে গেল
ফোটার আগে ফুরিয়ে গেল—
ও রজনী—একটি মুকুল
আর তো ফুটলো না—
সূর্য্য উঠল না—
কেন আঁধার—

হায় এত আঁধার—
ও আকাশে আঁধার ভাঙ্গা
সূর্য্য উঠলো না— ।
কেন আঁধার— ॥

সময় এগিয়ে চলে। হরিমোহনবাবু রোগ শয্যায় পড়ে আছেন।···রেণু বিয়ের একবছর পর বাবার কাছে ফিরে এসেছে। সে আসন্ন সন্তান সম্ভবা! তরুণ একটা ফ্যাক্টরীতে চাকুরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিল—এতদিন পর চাকুরী সে একটা পেল—দেড়শ টাকা মাইনে। মনের আনন্দে প্রথমেই সে ছুটে যায় অসীমার কাছে—আজ আর তার কোনও জড়তা নেই। চেপে ধ'রে অসীমার হাত। অসীমার কাছ থেকে বেরিয়ে ছুটে আসে বাড়ীতে বাবাকে খবর দিতে—কিন্তু এসে দেখল তিনি তার সংস্কার—জীবনভোর হতাশা নিয়ে চলে গেছেন চিরদিনের জন্য! পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে রেণুর সদ্যজাত সন্তানের কান্না—জগৎকে জানিয়ে দিয়ে নবজাতকের আগমন সংবাদ—তারপর ?

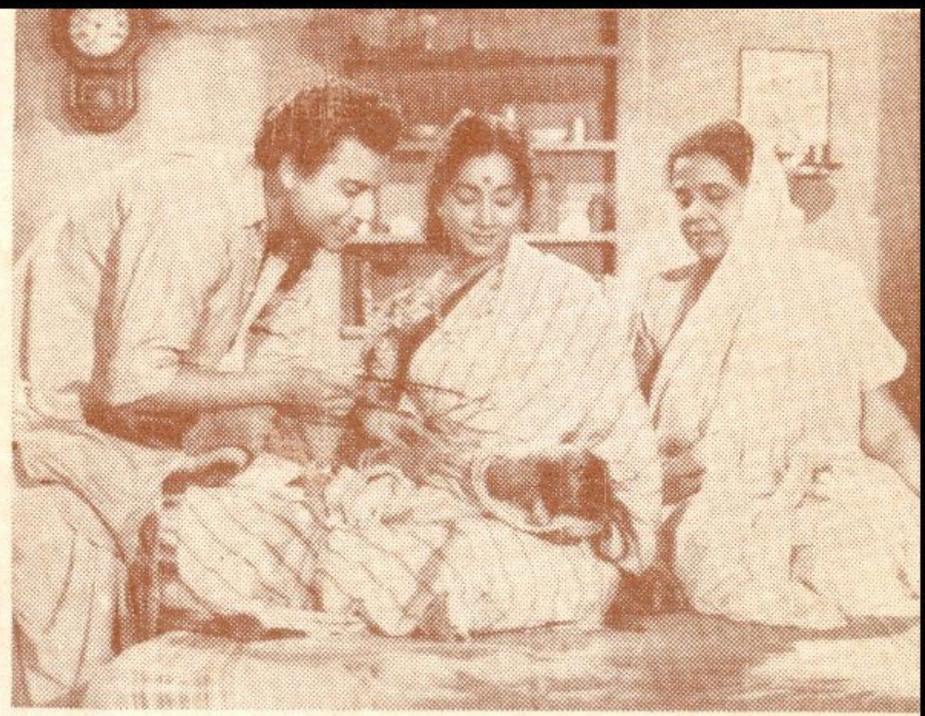

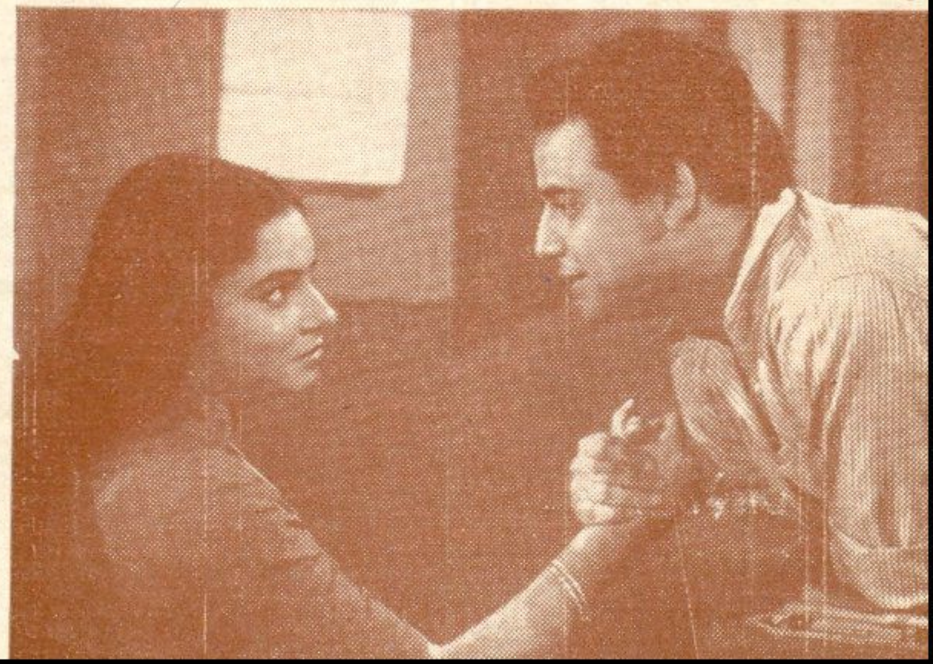

রূপায়ণে

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখার্জ্জী, সবিতাব্রত, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মণিশ্রীমানী, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, জহর রায়, শীতল ব্যানার্জ্জী, অমূল্য সান্যাল, উমানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্যামল সেন, প্রীতি মজুমদার, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, মাঃ অশোক, মাঃ স্বপন, মাঃ বাপ্পা, মাধবী মুখার্জ্জী, তপতী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, শান্তা দেবী, মীরা, কৃষ্ণা, গীতা, বুলবুল, হেনা ও কুমারী কল্পনা,সাধন, জয়দেব, চণ্ডীদাস, মনোরঞ্জন, ভানু, তুলসী, সুধাংশু ও সুশীল মজুমদার (অতিথি)।

কমলা চিত্র পরিবেশকের পক্ষ থেকে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।
জুবিলী প্রেস কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।